একটি সঙ্গীতময় জীবনের কাহিনী

চিত্রকের

সুরের আগুন

কাহিনী : সমরেশ বসু
চিত্রনাট্য : তপন সিংহ
পরিচালনা : বলাই সেন
সংগীত : কালীপদ সেন

পরিবেশক : চিত্রালী ফিলম্ ডিস্ট্রিবিউটার্স

কালী ব্যানার্জী ও রেণুকা ঘোষ প্রযোজিত চিত্রকের

সুরের আগুন

কাহিনী ঃ সমরেশ বসু

অভিনয়ে ঃ অরুন্ধতী দেবী, সুমিতা সান্যাল, কালী ব্যানার্জী, বিকাশ রায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য্য, রবি ঘোষ, দিলীপ রায়, শ্যামা লাহা, নৃপতি চ্যাটার্জী, বঙ্কিম ঘোষ, রসরাজ চক্রবর্তী, রথীন ঘোষ, অমল ব্যানার্জী, মুকুল ভট্টাচার্য্য, মনু ব্যানার্জী, দুলাল চ্যাটার্জী, সতু মজুমদার, আশীষ মুখার্জী, রমেন ঘোষ, সুনীল দাসগুপ্ত, নিরঞ্জন চৌধুরী, পঞ্চানন মুখার্জী, সতীশ দাস, কৃষ্ণা বসু, রমা দাস, বেবী গুপ্তা, পাপিয়া চক্রবর্তী, এবং অজয় গাঙ্গুলী ও অশোক চৌধুরী

চিত্র-শিল্পী ঃ দীপক দাস

সহকারী ঃ অমূল্য দত্ত, বীরেন মুখার্জী

শব্দ যন্ত্রী ঃ অতুল চ্যাটার্জী

সহকারী ঃ রথীন ঘোষ

শিল্প নির্দেশক ঃ সুনীতি মিত্র

সহকারী ঃ বুদ্ধদেব ঘোষ

পটশিল্পী ঃ কবি দাশগুপ্ত

সম্পাদনা ঃ সুবোধ রায়

সহকারী ঃ নিমাই রায়

রূপ-সজ্জা ঃ শক্তি সেন

সহকারী ঃ পাঁচু বসাক

সঙ্গীত গ্রহণ ও পুনঃ শব্দ যোজনা ঃ শ্যাম সুন্দর ঘোষ

সহকারী ঃ জ্যোতি চ্যাটার্জী

কর্ম্ম সচিব ঃ রতন চক্রবর্তী

ব্যবস্থাপনা ঃ শান্তি শেখর চৌধুরী

সহকারী ঃ বনমালী পান্ডে, গৌর দাস সুরেন দাস

স্থির চিত্র ঃ ক্যাপস্

প্রচার ঃ অমল সেন

পরিচয় লিপি ঃ নিতাই বসু

সাজ সজ্জা ঃ যতীন কুণ্ডু

আলোক-সম্পাতে ঃ শম্ভু ব্যানার্জী জগৎ সিং, হরিপদ হাইত, নিতাই শীল, শৈলেন দত্ত

স্টুডিও সাপ্লাই কো অপারেটিভ সোসাইটি প্রাঃ লিঃ-এ আর সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

আর, বি, মেহেতার তত্ত্বাবধানে ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

সহকারী ঃ অবনী রায়, মোহন চক্রবর্তী, তারাপদ চৌধুরী, রবি মুখার্জী কানাই ব্যানার্জী

সহকারী পরিচালনা ঃ পলাশ ব্যানার্জী উজ্জ্বল মিশ্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ দিলীপ সরকার, মিসেস্ বারোরী (খড়দা), গুপী দে, চন্দ্র কুমার ষ্টোর্স, কালী ব্যানার্জী (ক্যামেরাষ্টোর্স) সাদাতুল্লা

গান ঃ কাজি নজরুল ইসলামের

"রুম্ ঝুম্ ঝুম্—"

শিবদাস ব্যানার্জীর —

"যমুনা চলে, চলে ধীরে ধীরে—"

"আমি অন্ধকারে থাকি—"

"তোমারে স্মরি প্রভু—"

"যেওনা চলে—"

পন্ডিত ভূষণের —

"ইয়ে চমক —"

"লাগী রে মোহে —"

তপন সিংহের —

"এই রং বেরং-এর খেলার মাঝে—"

কন্ঠ সঙ্গীতে ঃ প্রসূন ব্যানার্জী, এ টি কানন, উষারঞ্জন মুখার্জী, বীরেশ রায়, গনেন চক্রবর্তী, সুবোধ রায়, কমল বসু, আরতি মুখার্জী, নির্মলা মিশ্র, শিপ্রা বসু ও অরুন্ধতী দেবী

সহকারী সঙ্গীত পরিচালনা ঃ অলোক দে

হারমোনিয়াম ঃ শ্রীকান্তিভাই

নৃত্য পরিচালনা ঃ সুরেন সাউ

পরিবেশনা ঃ চিত্রালী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্স

সঙ্গীত পরিচালনা ঃ কালীপদ সেন

চিত্রনাট্য ঃ তপন সিংহ

পরিচালনা ঃ বলাই সেন

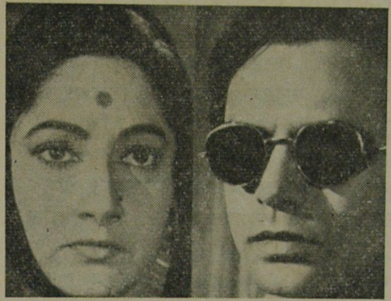

কাহিনী

দৃষ্টিহীন গোকুল। দৃশ্যবর্ণময় বিশ্বসংসার তার কাছে চির অন্ধকারে আবৃত। সে সন্ধান করেছিল চিরন্তন আলোর জগতের মুক্ত দুয়ার।

পিতৃমাতৃহীন অন্ধ গোকুলের একমাত্র আশ্রয় ছিল তার দিদি লাবণ্য, যে তাকে পুত্রস্নেহে মানুষ করেছে। কিন্তু লাবণ্যের অভাবের সংসার। ছোট ভাইয়ের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা চিন্তা করে লাবণ্য কোন কূল কিনারা পেত না। অথচ এমন কোন সংগতিও তার নেই যাতে গোকুলের ভবিষ্যৎ জীবন গ্লানিমুক্ত করে তুলতে পারে।

লাবণ্যর স্বামী নিবারণ ওকালতি করে, তেমন পসার নেই। অন্ধ গোকুলের দায়িত্ব তার কাছে দুর্বহ মনে হয়। হৃদয়ে আন্তরিক হলেও অভাবের তাড়নায় গোকুলের প্রতি তার ব্যবহার প্রায়ই দুর্ব্যবহারে পরিণত হয়।

অন্ধ গোকুলের মনে আছে সংগীতের প্রতি অদম্য আকর্ষণ। চোখ না থাক, কানের মধ্যে দিয়ে সে তার চতুষ্পার্শ্বের জগতের রূপ আহরণের চেষ্টা করে, সবকিছুর মধ্যেই আবিষ্কার করে একটা ছন্দ। গোকুলের এই আকর্ষণ লাবণ্যকে দেয় পথের সন্ধান। গোকুলকে সংগীতে পারদর্শী করে তোলার জন্য সে বদ্ধপরিকর হয়।

ইতিমধ্যে সুযোগও এসে যায়। সংগীত-পিপাসু, রসজ্ঞ হারু লাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে গোকুল। হারু লাহা মুগ্ধ হন তার গানে, তার সুমধুর কন্ঠস্বরে। প্রায় পুত্রস্নেহে গোকুলের প্রতিভাকে বিকশিত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন তিনি।

গোকুলের সংগীত পিপাসাকে নিজের প্রয়োজনে লাগাতে চায় নিবারণ। এইভাবেই তো গোকুল পারে গান গেয়ে পথচারীদের করুণা ভিক্ষা করতে, কিছু পয়সা উপার্জন করতে। নিবারণের অভিসন্ধি লাবণ্যের কাছে অসহ্য মনে হয়। গোকুলকে সংগে নিয়ে সে যায় হারু লাহার কাছে সাহায্যের আশায়। পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করে হারু লাহা সদয় হন। তাঁর সুপারিশ পত্র নিয়ে লাবণ্য যায় বেনারসে ওস্তাদ আলী হোসেন খাঁর নিকট গোকুলকে রেখে আসতে। শুরু হয় গোকুলের নূতন জীবন।

আলী হোসেন খাঁর সঙ্গীতপ্রতিভা সর্বজন বিদিত। তাঁর কাছে সঙ্গীতের পাঠ নিতে নিতে চর্চার মধ্যে দিয়ে গোকুল অসাধারণ পারদর্শী হয়ে ওঠে।

দেখতে দেখতে তার কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে আসে যৌবন।

ছাব্বিশ বছরের যুবক গোকুল আবার ফিরে আসে কলকাতায়। নূতন করে মিলিত হয় দিদি লাবণ্য, জামাইবাবু নিবারণ ও ভাগ্নী সুগতার সঙ্গে। দেখা হয় হারু লাহার সঙ্গেও, হারু লাহা তখন বার্ধক্যের পথে পা দিয়েছেন। তবু, অন্ধ গোকুলকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার চেষ্টার অন্ত নেই। গোকুলকে নিয়ে যান তিনি একটি বিখ্যাত নাট্যমন্দিরে, অধিকর্তা শ্রীযুক্ত ঘোষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। গোকুল সেখানে নিযুক্ত হয় সঙ্গীত পরিচালক রূপে।

গোকুলের যোগদানের পর নাট্যগৃহের সমৃদ্ধি রাতারাতি বৃদ্ধি পেল। নূতন নাটক 'শ্রীকান্তর' অভিনয়ে রাজলক্ষ্মীর গান দর্শকদের অভিভূত করল, সুরের মায়াজালে হাজার দর্শক ধরা দিতে লাগল। আর অন্ধ সুরকার গোকুলের জাদুকরী প্রতিভার আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করল রাজলক্ষ্মীর ভূমিকাভিনেত্রী লীলা।

নিজের প্রভাবে অন্ধ, সরলবুদ্ধিসম্পন্ন গোকুলকে আচ্ছন্ন করে ফেলল লীলা। কিন্তু, জীবনের পথ এক নয়। গোকুল স্থির, লীলা চঞ্চল, অবাধ-গতি। উপরন্তু, লীলার পরিবেশ ও জীবন-বৃত্তান্ত সহজ নয়। লীলার সাহচর্যে গোকুল ক্রমশ হারিয়ে যেতে লাগল। তার পরই এল চরম আঘাত। গোকুল ও লীলার অন্তরঙ্গতা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল লীলার রক্ষক শ্যাম মল্লিকের চোখে। একদিন গোকুল তার হাতে নিগৃহীত হল।

গোকুলের পরিণতিকে অধোগতি ভেবে দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল লাবণ্য। সমস্ত ঘটনা অবগত হবার পর সে রুষ্ট হল লীলার উপর। যে-আন্তরিকতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, আত্মবিশ্বাস দিয়ে একটু একটু করে সে গড়ে তুলেছিল, তাকে ভাঙার অধিকার কি লীলার আছে!

দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের জন্য গোকুল নিজেকে ছড়িয়ে দিল সর্বত্র। এরপর তার একটানা সাফল্য—দেশজোড়া খ্যাতি। লাবণ্যর সংসার আজ শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ। সুগতার বিয়ে হয়ে গেল। বৃদ্ধ হারু লাহা তখন জীবনের সীমান্তে, গোকুলের খ্যাতি তাঁকেও স্পর্শ করে।

এরই মধ্যে বিষাদের সংবাদ বহন করে আনেন হারু লাহা। গোকুলের যৌবনের প্রিয় সখী লীলা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত, দারিদ্র্য ও বিপর্যয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে আজ নিঃস্ব। গোকুল কি যাবে না লীলার কাছে?

লীলার দুঃখজনক পরিণতি গোকুলকে বিমূঢ় ও ব্যাকুল করে তোলে। সে ছুটে যায় লীলার কাছে। গোকুলের আবির্ভাব সহ্য করতে পারে না লীলা। প্রথম যখন তাদের সাক্ষাৎ হয়, অন্ধ গোকুলের অনুভব বলেছিল, লীলা সুন্দরী। কিন্তু, আজ, এতদিন পরে, লীলার এই অবস্থায়? চোখ দিয়ে নয়, মন ও অনুভূতি দিয়ে একদা যার সৌন্দর্যের স্তব গেয়েছিল গোকুল, আজও কি পারবে তার বন্দনা করতে?

গোকুলের হৃদয় থেকে যে কথা ও সুর উৎসারিত হয়ে উঠেছিল, তাই সে উদাত্ত গলায় ছড়িয়ে দিয়েছিল আকাশে বাতাসে।

সঙ্গীত

১

যমুনা চলে, চলে ধীরে ধীরে
বাঁশরী বাজেনা সুরে
ফুল-বন — ঘিরে ॥
বিহগ গাহেনা কেন
ফুল বন সেই গান
যমুনারি তীরে আজ
নাই রাধা ঘন-শ্যাম
ছড়ায়ে রয়েছে স্মৃতি
সেই ছায়া ঘিরে ॥

২

আঁখিয়া লাগি রহত্ নিশ-দিন
পেয়ারে তেহারে দেখনা কাহি
ঘড়িপল ছিল্ মোহে যুগসি বিতত্
নিশিদিন চটপটি লাগত রহত্ মোহি ॥

৩

তোমারে স্মরি প্রভু প্রদীপ জ্বালি
অন্তর মাঝে জ্বালো দীপালি ॥
যত কথা গান সবিত তোমারি দান
লহগো প্রভু মোর গানের ডালি ॥
মোর কিছু নাহি
তোমারে দিতে যা চাহি
এস গো প্রভু মোর মন-মিতালী ॥

৪

যেওনা চলে
গোপনে চুপি চুপি
কথা না বলে ॥

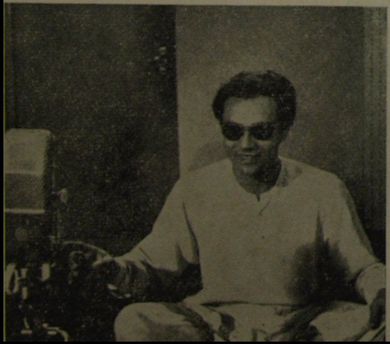

কেগো তুমি মোর প্রাণে
দোলা দিলে গানে গানে
ভালবেসে কাছে এসে
কত না ছলে ॥

তুমি দূরে গেলে হায়
বারে বারে আঁখি ছায়
যেন জলে ভরে যায়
কাছে না এলে ॥
ওগো মোর মন-সাথী
ভরে রাখো মধু-রাতি
কিছু হাসি কিছু গানে
হৃদয় দোলে ॥

৫

শুন শুন সখী রাখো এ মিনতি
এ বাঁশীরে দুষোনা।
এ বাঁশীর প্রাণ সদা আনচান
রাধা বিনা নাম জানে না
সখী এ বাঁশীরে দুষোনা ॥

সজল মেঘের আঁখি ঝর ঝর
তমালের বন কাঁপে থর থর
বায়ু বহে উতরোল ॥

৬

রুম ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্
রুম ঝুম্ ঝুম্ ॥
খেজুর পাতায় নূপুর বাজায়ে
কে যায় যায়,
ওড়না তাহার ঘূর্ণী হাওয়ায় দোলে
কুসুম ছড়ায় পথের বালুকায় ॥
তার ভুরুর ধনুক বেঁকে ওঠে,
তনুর তলোয়ার
সে যেতে যেতে ছড়ায় পথে,
পাথর কুঁচির হার,
তার ডালিম ফুলের ডালি গোলাপ
গালের লালি
ঈদের চাঁদও চায় ॥
আরবী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে
বাদশাজাদা বুঝি
সাহারাতে ফেরে কোন মরীচিকায়
খুঁজি
কত তরুণ মুসাফির পথ হারালো হায়
কত বনের হরিণ মরে তারিই
রূপ-তৃষ্ণায় ॥

৭

তোমার সুর শুনায়ে
যে ঘুম ভাঙাও
সে ঘুম আমার রমণীয় ॥

৮

হরিহে তুমি আমার
সকল হবে কবে
আমার মনের মাঝে ভবের কাজে
মালিক হয়ে রবে কবে।

৯

লাগী রে মোহে লাগী লগন
তন মন মোরা আকুল ব্যাকুল
পানেকো শ্রীহরি দরসন ॥
বগিয়ান ফুলে ফুল সুহানে
মনকে সোয়ে ভাব জগানে
জীবন ধরতি অমৃত ভীনী
আঁখিয়া মোরী মগন-মগন ॥

১০

আমি অন্ধকারে থাকি
তুমি আঁধার রাতে এসো
আমি অন্ধকারে বসত করি
সংগোপনে বসো।
আমার গোপন অশ্রুধারায়
ভোরের আলো সাঁঝের তারায়
চোখের জলের বন্যা হয়ে
পান্না দোলায় এসো ॥
ইয়ে চমক ইয়ে লোচ ইয়ে—হুসনো
—অদা ইয়ে চাঁদনী
জিনকী আঁখে হ্যাঁয় উনহীকে
দেখনে কো হ্যাঁয় বনী
আঁখসে মহরুস হ্যাঁয় তো দিলকে কর
রওশন দিয়ে
জগমগাদে সারে জগকো জিনকী
প্যারী রওশনী ॥

আমার সকল কথার মাঝে
তোমার কথা তাই বিরাজে
শূন্য হাতে আসন পাতি
গীতি সুধায় এসো ॥

১১

মন মাঝিরে
উজান গাঙে উজান বাতাস
তাতে তুফান ভারি।
আমার ভাঙ্গা নৌকা ভাঙ্গা বৈঠা
কেমনে দিবো পারি ॥
উথাল পাথাল গাঙের পানি
আন্দার হইল নিশা,
কোথায় তুমি পারের কর্তা
দেখাও পথের দিশা।
গহিন গাঙের অকুল পারি
আমি ভয়ে মরি ॥
আশায় আশায় জনম গেল
মিছেই ভবে আসা
এই কি তোমার দয়া প্রভু
বিচার সর্বনাশা।
তোমার তরী তুমি বাও
ওগো পারের কান্ডারী ॥

১২

এই রং বেরং-এর খেলার মাঝে
দেখতে পাই যে তারে।
তার রিনি-ঝিনি নূপুর শুনে
দেখতে পাইযে তারে।
আমার চোখের দেখা নাই বা হ'লো
মন যে তারই দেওয়া
সেই মনের মাঝে সুরে সুরে
তারই গান যে গাওয়া।
তাই নয়ন আমার নেই তো তবু
এলেম যে তার দ্বারে
যেখানে আলোর কমল উঠলো ফুটে
আঁধার পারাবারে।
পথের ধারে ফুলের হাসি
নদীর তীরে ঢেউ-এর হাসি
আকাশ ভরা তারার হাসি
বাতাস ভরা মধুর হাসি
এই জীবনের কান্না রাশি
নাই বা জানি নাই বা শুনি
দুঃখের কথা হোকনা সারা
কান্না হাসি তারই জানি।
আমি হাসি তুমি হাস
হাসি নিয়ে দেখবো তারে ॥

চিত্রালী ফিল্ম্ ডিষ্ট্রিবিউটর্স-এর পরবর্তী চিত্রার্ঘ্য

বি, কে, প্রোডাকসন্স-এর **রাজদ্রোহী**

কাহিনী-শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচালনা-নীরেন লাহিড়ী ॥ সঙ্গীত-আলি আকবর

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ উত্তমকুমার, অঞ্জনা ভৌমিক, সবিতা চ্যাটার্জি (বম্বে), সরযূবালা, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, অনুপকুমার, তরুণকুমার, নিরঞ্জন রায় প্রভৃতি।

প্যারাডাইস পিক্‌চার্স-এর **গৃহ সন্ধানে**

কাহিনী-প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচালনা-চিত্ত বসু ॥ সঙ্গীত-অমল মুখোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ দিলীপ মুখার্জী, অঞ্জনা ভৌমিক, বিকাশ রায়, রেণুকা রায়, তরুণকুমার প্রভৃতি।

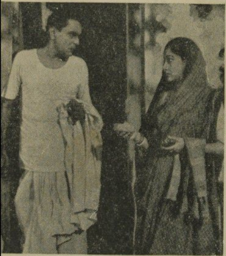

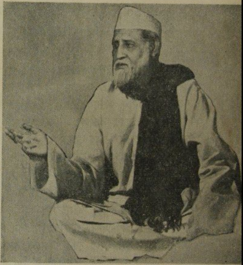

চিত্রালী ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর্সের পক্ষে অমল সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭নং রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ থেকে অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত।